ইউনিট-৮: শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের কৌশল ও উপকরণ
[Evaluation Technique and Elements of Corriculum]

ভূমিকা

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন এবং মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য হল:

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপ সঠিক ও ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে কি না তা নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় যোগান দেওয়া এবং
- প্রচলিত শিক্ষাক্রম সমকালীন জীবনের চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক অর্থাৎ শিক্ষাক্রমের সবল ও দুর্বল দিক নিরূপণ করে শিক্ষাক্রমকে সময়োপযোগী ও গতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে পরিমার্জন বা নবায়নের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা পরিমার্জনকালে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপে যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে শিক্ষাক্রম গঠনকালীন মূল্যায়ন বা শিক্ষাক্রম নির্মাণকালীন মূল্যায়ন বলা হয়। গঠনমূলক মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে প্রথম লক্ষ্যটি অর্জিত হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়নের পর এবং শিক্ষাক্রম দেশব্যাপী প্রবর্তনের কয়েক বছর পর যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে সামগ্রিক মূল্যায়ন বলা হয়। সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে উপরের দ্বিতীয় লক্ষ্যটি অর্জিত হয়।

অতীতে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের কাজটি বিচ্ছিন্নভাবে করা হত। সাম্প্রতিককালে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কিত আলোচনায় যে সব বিষয় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তা পর্যায়ক্রমিকভাবে নিচে দেখান হল:

- মূল্যায়ন পদ্ধতি
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা
- মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়
- মূল্যায়ন কৌশল ও
- মূল্যায়ন উপকরণ।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোকে বর্তমান ইউনিটে চারটি পাঠে উপস্থাপন করা হয়েছে। পাঠগুলো হচ্ছে:

পাঠ-৮.১: মূল্যায়ন, শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন এবং শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের ধাপ

পাঠ-৮.২: শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য এবং উপাদান

পাঠ-৮.৩: শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের মডেল ও পর্যায়

পাঠ-৮.৪: শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন কৌশল ও উপকরণ

পাঠ ৮.১ মূল্যায়ন, শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন এবং মূল্যায়নের ধাপ
[Evaluation, Curriculum Evaluation and Steps of Evaluation]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মূল্যায়ন বলতে কী বোঝায় তা উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের কয়েকটি সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং প্রত্যেকটি সংজ্ঞার ব্যাপকতা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূল্যায়ন কী?

সাধারণভাবে, মূল্যায়ন শব্দটি 'পরিমাপ' শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একজন শিক্ষক যখন কোন শিক্ষার্থীর 'কৃতিত্ব' পরীক্ষা করেন তখন তিনি বলতে পারেন যে, তিনি শিক্ষার্থীর সাফল্য 'পরিমাপ' করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, মূল্যায়ন কেবল পরিমাপে সীমিত নয়। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। শিক্ষাদান কার্যের পটভূমিতে বলা যায় যে, মূল্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ পদ্ধতি যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা নিরূপণ করা যায়।

এ সংজ্ঞার দুটো গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আমাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে। প্রথমত মূল্যায়ন একটি সুপরিকল্পিত পদ্ধতি যা শিক্ষার্থীর আচরণের আকস্মিক ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণকে পরিহার করে। দ্বিতীয়ত মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্বেই নিরূপিত থাকে। পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরূপণ সম্ভব নয়। মূল্যায়নের মধ্যে শিক্ষার্থীর আচরণের পরমাণগত এবং গুণগত বর্ণনাতো রয়েছেই, তদুপরি রয়েছে ঐ আচরণ কতটা বাঞ্ছনীয় তার মূল্যবিচার। এ দুটোর সম্পর্ক নিম্নরূপে দেখানো যায়।

মূল্যায়ন = শিক্ষার্থীর আচরণের পরিমাণগত বর্ণনা (পরিমাপ) + মূল্যবিচার
মূল্যায়ন = শিক্ষার্থীর আচরণের গুণগত বর্ণনা (পরিমাপবিহীন) + মূল্যবিচার

শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, নবায়ন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত যে কোন কার্যক্রম একই সঙ্গে ঐ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শিক্ষাক্রমে কোন পরিবর্তন আনয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিমার্জন। এ কারণেই পৃথিবীর সর্বত্র শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির যে কোন সংস্কার ও নবায়নকালে শিক্ষাবিদগণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার সংস্কারের কাজে হাত দেন যেন পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হল:

হার্লেন ও ওয়াইনের (১৯৭৫) মতে শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা, কার্যকারিতা এবং শিক্ষাগত মূল্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার জন্য যে তথ্য প্রমাণ প্রয়োজন তা সংগ্রহ ও সরবরাহ করার প্রক্রিয়াই হলো শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন। (Curriculum evaluation is the collection and provision of evidence on the basis of which decisions can be taken about the feasibility, effectiveness and educational value of curricula)

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রকৃতি ও পরিসর সম্বন্ধে বিখ্যাত শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ হিলডা তাবা (১৯৬২)-এর মন্তব্য থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর মতে "মূল্যায়ন বহু প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারে এবং এর বহুবিধ অর্থও আছে: আমরা যখন একটি শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করতে যাই তখন আমাদের নানারকম উদ্দেশ্য থাকতে পারে, মূল্যায়ন করতে আমরা বিভিন্ন কৌশল ও হাতিয়ার ব্যবহার করতে পারি, বিভিন্ন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ মূল্যায়ন করতে পারেন, এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশাসনিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত, আবার কেউ কেউ শিক্ষাক্রমের শিক্ষাগত তাৎপর্য খুঁজতে ব্যস্ত।

"The term evaluation can describe many processes and can have many meanings: We can have many different aims in view when we set out to evaluate a curriculum and we can employ many different techniques in doing so; it can also be conducted by many different categories of people, some of whom will be concerned with the administrative function, other with its educational implications".

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা এ ধারণায় উপনীত হতে পারি যে, মূল্যায়নের মাধ্যমে আমরা শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে থাকি এবং এর ফলে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন সম্পর্কিত দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নের অনুসৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রধান প্রধান ধাপ হল:

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা মূল্যায়ন
- শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণের পর মূল্যায়ন
- বিষয়বস্তু নির্বাচনের পদ্ধতি মূল্যায়ন
- শিখন সামগ্রী প্রণয়ন, উপযোগিতা যাচাই (যুক্তিসিদ্ধ মূল্যায়ন) ও সংশোধন
- শিখন সামগ্রী নির্বাচিত বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে (মাঠ পর্যায়ে) উপযোগিতা মূল্যায়ন
- দেশব্যাপী বাস্তবায়নকালে মূল্যায়ন
- দীর্ঘ সময়ব্যাপী ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কে হার্লেন ও ওয়াইন কী মত পোষণ করেন?
   ক. প্রয়োজনীয় তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ
   খ. শিক্ষকদের অভিমত সংগ্রহ
   গ. শিক্ষার্থীদের অভিমত সংগ্রহ
   ঘ. মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগ ও পরীক্ষণ

২. মূল্যায়ন কোনটিকে পরিহার করে?
   ক. বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত অভিমত
   খ. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদানে ব্যর্থতা
   গ. অনিয়ন্ত্রিত ও আকস্মিক পর্যবেক্ষণ
   ঘ. পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য ভিত্তিক শিখন সাফল্য নিরূপণ

৩. শিক্ষাক্রমে গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কী?
   ক. দেশব্যাপী সফলভাবে প্রয়োগ করা
   খ. দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের উপযোগী রাখা
   গ. শিক্ষকদের শিক্ষাদানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা
   ঘ. বিদ্যালয় ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত করা

সঠিক উত্তরঃ ১. ক, ২. গ, ৩. খ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মূল্যায়ন কী? উদাহরণসহ লিখুন।
২. মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কী? প্রসঙ্গত শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিরূপণ করুন।
৩. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রকৃতি ও পরিসর সম্পর্কে হিলডা তাবার অভিমত কী? আলোচনা করুন।
৪. শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন সম্পর্কে হিলডা তাবার মতামত উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৮.২ শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য, উপাদান এবং বিভিন্ন দিক [Needs, Objectives and Elements of Evaluation]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার বিশদ বিবরণ দিতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিক্ষাক্রমের কোন কোন উপাদান মূল্যায়ন করতে হবে তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন এবং
- শিক্ষাক্রম কোন কোন দিক থেকে মূল্যায়ন করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

একটি শিক্ষাক্রম দীর্ঘকাল ধরে চলতে পারে না। শিক্ষাক্রম হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। কোন দেশের চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে বা পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে অথবা প্রচলিত শিক্ষাক্রম সময়ের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে তাকে সচল রাখার জন্য তথ্যের চাহিদা পূরণে সমর্থ করার জন্য শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করে নবায়ন করতে হয়। মূল্যায়ন না করে শিক্ষাক্রম পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা ঠিক নয়। এ কারণে শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিম্নবর্ণিত দিকগুলোর ওপর সযত্ন দৃষ্টি দিতে হয়:

- একটি জাতির শিশু, কিশোর ও তরুণদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত বা প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম কতটা উপযোগী সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।
- প্রস্তাবিত/প্রচলিত শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য কতটুকু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে তা জানা।
- শিক্ষকগণ প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তবায়নে কতটা সমর্থ হবেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং কীভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রমের আয়োজন করা হলে শিক্ষার্থীরা পুরোপুরি শিখতে পারবে তা জানা।
- শিক্ষা-ব্যবস্থাপক, প্রশাসক, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক এবং শিক্ষক প্রশিক্ষক কোন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য অর্জিত হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা লাভ।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতে পারে এবং এ ব্যয় লাভজনক হবে কিনা তা জানা।
- প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের সকল মানুষের চাহিদা কতটা পরিপূর্ণ করতে সমর্থ তা জানা এবং শিক্ষাক্রমকে সচল রাখার জন্য কী কী নতুন বিষয় সংযোজন করা দরকার তা শনাক্ত করা।
- দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে দেশের মানব সম্পদ ব্যবহারে শিক্ষাক্রমের উপযোগিতা নিরূপণ করা।

উপরিউক্ত তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষাক্রম পরিকল্পনাকারী এবং মূল্যায়নকারীগণ নিম্নোক্ত দিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন:

- শিক্ষাক্রম নবায়নের রূপরেখা প্রণয়ন
- শিখন সামগ্রী ও উপকরণ পরিমার্জনের পদ্ধতি ও সংযোগ সন্ধি (plug point) নিরূপণ
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে নীতি পদ্ধতি নিরূপণ
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণ কার্যক্রম প্রণয়ন
- শিক্ষক, প্রশিক্ষক, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে:

- শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি সাধন করা
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা শনাক্ত করা
- শিক্ষা সমস্যা সমাধানের নতুন উপায় বা কৌশল উদ্ভাবন করা
- শিক্ষা প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ও শিক্ষকবৃন্দের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে তাঁরা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারেন
- সর্বোপরি শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়ন করে দেশের জনগণকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার ভিত্তি ভূমি রচনা করে জনগণের জীবনযাত্রার গুণগতমান উন্নীত করা

শিক্ষাক্রমের কোন কোন উপাদান মূল্যায়ন করা হয়

শিক্ষাক্রমের সকল উপাদান অর্থাৎ সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রমই মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ মূল্যায়নের লক্ষ্য হচ্ছে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে কোন শিক্ষা স্তরের চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থী সফলতা বা বিফলতার নিরিখে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও এর শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা বিচার করা হয়। আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে কেবল শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের একটি ক্ষুদ্র অংশ বিবেচনা করা হয়। আর তারই ভিত্তিতে সামগ্রিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটি কোনক্রমেই কাম্য নয়।

শিক্ষাক্রমকে মূল্যায়ন করতে হলে এর সকল উপাদান যেমন– উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে অবস্থানকাল, শিক্ষকের যোগ্যতা ও প্রস্তুতি, দৈনিক কার্যভার, বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা, বিদ্যালয় প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষার পরিবেশ, বিদ্যালয়ের বাইরে জনজীবন ও জীবনধারণ কৌশল, রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি, সর্বোপরি পরীক্ষা, পরিমাপ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সবকিছুর মূল্যায়ন করা দরকার হয়। তবে কখনও কখনও এর দুই একটি উপাদান মূল্যায়ন করা হয়। এরূপ মূল্যায়নের কারণ হচ্ছে, অন্যান্য উপাদান চাহিদা পূরণে সমর্থ রয়েছে অর্থাৎ কার্যকারিতা হারায় নি। যে সব উপাদান মূল্যায়নের আওতাভূক্ত হতে পারে তা হল: শিখন সামগ্রী, শিক্ষাক্রম পরিচিতি ও বিস্তরণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। আবার কখনও একটি উপাদানের বিভিন্ন দিক যেমন– পাঠ্যপুস্তকের পঠনযোগ্যতা, ভাষার কাঠিন্য, ব্যাখ্যার সুস্পষ্টতা, অনুশীলনীর পর্যাপ্ততা ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়। কখনও কখনও শিক্ষাক্রমের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিক: যেমন– পাঠদান কাল ও শ্রেণি শিক্ষাদান ব্যবস্থায় শিক্ষাক্রমের যৌক্তিকতা, কার্যকারিতা ইত্যাদি মূল্যায়ন করে দেখা হয়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে মূল্যায়ন একটি আবশ্যিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়ন একটি সুপরিকল্পিত ও ধারাবাহিক ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষাক্রমবিদগণ নানা দিক মূল্যায়ন করে শিক্ষাক্রমের একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিমার্ণ করে থাকেন। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন করতে গিয়ে তারা নিচের দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রাখেন:

- শিক্ষাক্রমের স্তর বিভাগ: যেমন– প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম।
- শিক্ষাক্রমের বিশেষ দিক চিহ্নিতকরণ: এ দিকগুলোর প্রকৃতি অনুসারে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন– পাঠ্যপুস্তকের কার্যকারিতা, শিখন-শেখানোর কাজ ইত্যাদি।
- সঠিক তথ্য লাভের জন্য বিভিন্ন উৎস নিরূপণ: যেমন– শিক্ষাবিদ, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ইত্যাদি দলের মতামত গ্রহণ।
- পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য নিরূপণ: ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, বিদ্যালয়ে অবস্থানকাল, শিক্ষকের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের সময়কাল: কত সময় ধরে মূল্যায়নের কাজ চলবে এবং এ কাজের ধারা কীরূপ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. শিক্ষাক্রম সম্বন্ধীয় কোন কার্যটি সুষ্ঠু না হলে সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়?
   ক. শিক্ষাক্রম পরিকল্পনার রূপরেখা
   খ. শিখন সামগ্রী প্রণয়ন
   গ. বিদ্যালয়ের ভৌত সুবিধাবলি
   ঘ. শিক্ষাক্রম বিস্তরণ

২. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য কী?
   ক. শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি বিধান
   খ. শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা শনাক্ত করা
   গ. শিক্ষার এক–একটি উপাদানের বিভিন্ন দিক যাচাই করা
   ঘ. দেশের জনগণকে জনসম্পদে পরিণত করা

সঠিক উত্তরঃ ১. ঘ, ২. ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কোন কোন দিক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়?
২. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য কী কী?
৩. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কোন কোন উপাদান মূল্যায়নের ওপর জোর দিতে হবে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করুন। এর মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়?

পাঠ ৮.৩ শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের মডেল ও মূল্যায়নের পর্যায় [Curriculum Evaluation Model and Stages]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- কয়েকজন খ্যাতনামা শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞের নাম বলতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের খ্যাতনামা তিনটি মডেলের বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতে পারবেন।
- শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন পর্যায়গুলো বিশদ বর্ণনা দিতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন মডেল

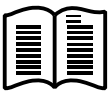

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে যে সকল সোপান ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, শিক্ষাক্রম মূল্যায়নেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া মোটামুটিভাবে সে সকল সোপান ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়। শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ও মূল্যায়নে যে সকল শিক্ষাক্রম মডেল ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মডেল ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

স্টাফলবিম মডেল

প্রখ্যাত শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ডি. স্টাফলবিম (১৯৭১) শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, এই চারটি ক্ষেত্র মূল্যায়ন করলে আমরা যে চার ধরনের উপাত্ত পাব তার ভিত্তিতে চার রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হবে। এই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে:

- পরিস্থিতি ও পরিবেশ মূল্যায়ন– সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক।
- বিশেষ বিশেষ উপাদানের মূল্যায়ন– কী কী দিক গুরুত্ব পাবে তা নির্ধারণ করার কাজে সহায়ক।
- প্রক্রিয়া মূল্যায়ন– বাস্তবায়ন বিষয়ক সিদ্ধান্তের সহায়ক।
- উৎপাদন মূল্যায়ন– শিক্ষাক্রম নবায়ন করতে হবে কি না, সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক।

ক্রনব্যাক মডেল

বিখ্যাত মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানী লী. জে. ক্রনবাক (১৯৮৬) শিক্ষাক্রম ও জীবনব্যাপী শিক্ষা নামক গ্রন্থে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের তিনটি দিক উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো:

- শেখার বিষয়বস্তু ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।
- শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের উন্নয়ন।
- নতুন শিক্ষাক্রমের চাহিদা মোতাবেক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করে সংগঠিত করা।

স্টেইক মডেল

শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ স্টেইক শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের দ্বিমুখী ধারা উদ্ভাবন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের এই মডেল প্রকাশ করেন। স্টেইক মডেলে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে উল্লম্ব ও আনুভূমিক এ দুইটি দিকের প্রত্যেকটিকে তিনটি ভাগে যেমন– পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্ব অবস্থা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন অবস্থা এবং বাস্তবায়ন শেষ অবস্থায় ভাগ করা হয়েছে। স্টেইক মডেলের নকশাটি নিচে উপস্থাপন করা হল:

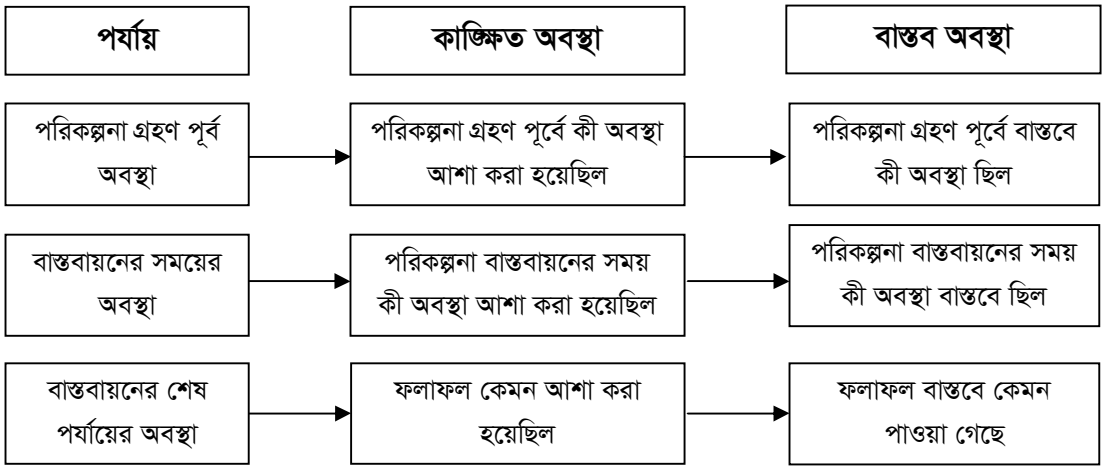

স্টেইক মডেলের প্রথম ধাপে উভয় প্রকারের (কাঙ্ক্ষিত ও বাস্তবে যা ছিল) মূল্যায়নের পর দ্বিতীয় ধাপের মূল্যায়নের কাজ ক্রমাগত চলতে থাকে শেষ ধাপে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত। শেষ ধাপের ফলাফল প্রাপ্তির পর পুনরায় এর মূল্যায়ন করা হয়।

উপরের নকশায় এই তিন ধাপের মূল্যায়নের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে দুইভাবে দেখানো হয়েছে। স্টেইক মডেল অনুসরণে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করা হলে শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা তাৎক্ষণিকভাবে ধরা পড়ে এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা গঠন পর্যায়ে মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন দুটি পর্যায়ে করতে হয়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের পর্যায় দুটি হল:

- শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বা গঠন পর্যায়ে মূল্যায়ন এবং
- বাস্তবায়ন পর্যায়ে মূল্যায়ন।

নিচে ধারাবাহিকভাবে পর্যায় দুটি বর্ণনা করা হল:

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রক্রিয়া একটি দীর্ঘমেয়াদী কর্মধারা। বিশ্বে বহু শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রে শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন কর্মকাণ্ড বছর ধরে চলে। শিক্ষাক্রমের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ছয়টি স্তরে ভাগ করা হয়।

নিচের ছকে শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নয়নমূলক ও মূল্যায়ন বিষয়ক কাজের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরের কাজ ও মূল্যায়নের ভূমিকা:

স্তর	উন্নয়নের ভূমিকা	মূল্যায়নের ভূমিকা
১. শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য স্থির করা	সাধারণ লক্ষ্য এবং বিদ্যালয়ের কাঠামো ও গঠন বিষয়ে সিদ্ধান্ত।	অনুধ্যান: নির্ণীত লক্ষ্য কি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ব্যক্তির চাহিদা পূরণে সক্ষম? শিক্ষার বিভিন্ন উপাদনের কথা কি বিবেচনা করা হয়েছে? বর্তমান সাফল্যের স্তর কর্মসূচি বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা।
২. পরিকল্পনা করা	বিষয়ের তালিকা তৈরি, বিষয়বস্তু স্থির করা, খসড়া শিখন সামগ্রী তৈরি করা।	বিষয়বস্তুর উপযুক্ততা বিচার, উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিষয়ের তালিকা এবং বিষয়বস্তু সামঞ্জস্যপূর্ণ কি? উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, কৌশল যথেষ্ট কি?
৩. স্বল্পকারে পরীক্ষা নিরীক্ষা	শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে মনিটরিং এর উপযোগিতা যাচাই করা। বিষয়বস্তুর সংশোধন বা পুনর্বিন্যাস।	নমুনা নির্বাচন করে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করা। পর্যবেক্ষণ, যুক্তির ভিত্তিতে মূল্য বিচার, শিক্ষকদের সাথে আলোচনা শিক্ষার্থীদের তৈরি উৎপাদান ইত্যাদি।
৪. মাঠ পরীক্ষণ	ছোট পাঠ সংশোধন ও পুনর্বিন্যাস শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ও অবস্থা নিরূপণ।	নমুনা নির্বাচন করে ব্যাপক আয়োজন ও বিভিন্ন অবস্থায় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা।
৫. বাস্তবায়ন	শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কাজ, পরীক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি, পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়কদের সাথে যোগাযোগ।	শিক্ষাক্রমের চূড়ান্ত আকার পরীক্ষা করা। সিস্টেম লিংকের কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ সিস্টেমের কার্যকারিতা সম্বন্ধে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ।
৬. মান নিয়ন্ত্রণ	বাস্তবায়ন করা, দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম পরিকল্পনা, শিক্ষাক্রমের কার্যকারিতা যাচাই করে মান নিয়ন্ত্রণ করা।	বাস্তবায়নের মান পরীক্ষা করা। নানাবিধ পরীক্ষণ প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে উৎপাদন ফলের মান নির্ধারণ করা। কর্মদক্ষতার পরিবর্তন হওয়ার কারণ অনুধাবন করা, প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা সুপারিশ করা।

শিক্ষাক্রম গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ

একটি শিক্ষাক্রম সফলতার সাথে প্রবর্তিত হলেও সময়ের ব্যবধানে এটির মান কমে যেতে পারে বা এটি কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলতে পারে। এ রকম অবস্থা যাতে না হয়, সে জন্য স্থায়ী ও নিয়মিত অনুসারক কাজ ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনুসারক কাজ ও মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কখন শিক্ষাক্রমের অংশ বিশেষ বা পুরো শিক্ষাক্রম পরিবর্তন ও বাতিল করতে হবে। এ রকম ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য একটি পুরানো শিক্ষাক্রম আধুনিকীকরণ বা একটি নতুন শিক্ষাক্রম পরিকল্পনা ও ডিজাইন করার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি বাস্তবায়ন বিষয়ক সিদ্ধান্তের জন্য সহায়ক?
   ক. পরিস্থিতি মূল্যায়ন
   খ. উপাদান মূল্যায়ন
   গ. প্রক্রিয়া মূল্যায়ন
   ঘ. উৎপাদন মূল্যায়ন

২. স্টেইক মডেলের মাধ্যমে কোনটি তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত করা যায়?
   ক. বিষয়বস্তু
   খ. ব্যবস্থাপনা
   গ. বাস্তবায়ন
   ঘ. কার্যকারিতা

৩. স্টেইক শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
   ক. ৩টি
   খ. ৪টি
   গ. ৬টি
   ঘ. ৮টি

সঠিক উত্তরঃ ১. গ, ২. ঘ, ৩. ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম উন্নয়নের স্টাফলবিম মডেলটি বর্ণনা করুন।
২. ক্রনব্যাক শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কোন দিকগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?
৩. শিক্ষাক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা কী?
৪. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন পর্যায়ের কোন কোন দিক মূল্যায়ন করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন স্টেইক মডেল ব্যাখ্যা করুন।
২. শিক্ষাক্রমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা কী?

পাঠ ৮.৪ শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন কৌশল ও উপকরণ
[Curriculum Evaluation Techniques and Elements]

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞের অভিমত গ্রহণ কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিশেষজ্ঞ কোন কৌশলে নির্বাচন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করে বলতে পারবেন;
- কোন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাক্রমের কোন দিক সম্পর্কে অভিমত প্রদান করে তা শনাক্ত করতে পারবেন;
- বিশেষজ্ঞগণের নিকট থেকে কোন উপকরণের মাধ্যমে কীভাবে অভিমত গ্রহণ করতে হয় তা বিবৃত করতে পারবেন এবং
- মৌখিক ও লিখিত প্রশ্ন কীভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন কৌশল

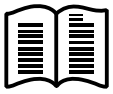

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বর্তমানে যে সব কৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বহুল প্রচলিত কয়েকটি কৌশল নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের দরকার হয়। এই মতামতের উপর ভিত্তি করে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকারী যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কোন একক ব্যক্তিকে মূল্যায়নের সব বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী হতে দেখা যায় না। এ কারণে শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, শিক্ষক প্রশিক্ষক, শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও প্রশাসক, অভিভাবক এবং শিক্ষা সচেতন নাগরিক শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

- যখন দীর্ঘকালব্যাপী মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় পাওয়া যায় না, বিষয়টি নতুন বিধায় শিখন সামগ্রী রচনা করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়ে গেছে অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে বিলম্ব হওয়ার কারণে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা হয়।
- সময়, অর্থ, শ্রম লাঘবের জন্য বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণ করা হয়।

• বিশেষজ্ঞ নির্বাচন

বিশেষজ্ঞ হলেন এমন ব্যক্তি যিনি বিশেষ ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞের সহায়তার প্রয়োজন হয়। শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য মূল্যায়নে দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাক্রম ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়কের মতামতের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

বিষয়বস্তু ও শিখন সামগ্রী মূল্যায়নে– বিষয়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক প্রশিক্ষকের মতামত

- **বিশেষজ্ঞ নির্বাচন**

শিখন সামগ্রী– শিক্ষার্থীর বয়স, গ্রহণ ক্ষমতা, কাঠিন্যতার মান ইত্যাদি যাচাইয়ের জন্য মনোবিজ্ঞানীর মতামত; সমাজের চাহিদা পূরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী, অভিভাবক ও শিক্ষা সচেতন নাগরিকের মতামত শিখন; সামগ্রী অনায়াসে পাঠদান করা যাবে কি না সে সম্পর্কে শিক্ষক প্রশিক্ষক ও অভিজ্ঞ শ্রেণি শিক্ষকের মতামত গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ নির্বাচনে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী ব্লুমের মতে "শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন করা একটি জটিল কাজ। কারণ বিষয় বিশেষজ্ঞের কেবল বিষয়ের পাণ্ডিত্য থাকলেই চলবে না, সে সাথে বিষয় পাঠদান কৌশলেও পারদর্শী হতে হবে। এছাড়া বিষয় বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশ সময় উদ্ভুত সমস্যাকে নিজ বিষয়ের আঙ্গিকে বিচার করেন মাত্র, সামগ্রিক পটভূমিতে নয়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ নির্বাচন পেশাগত উৎকর্ষই বিচারের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন।

নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ নির্বাচন একটি কঠিন সমস্যা। কারণ কোন বিশেষজ্ঞই নিরপেক্ষ নয়। তার নিজস্ব আশা আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, স্বপ্ন, আশা-নিরাশা, পছন্দ ইত্যাদিতে কোন না কোন পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। এ জন্য শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের পক্ষে ও বিপক্ষে মতামত প্রদানকারী বিশেষজ্ঞগণের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করে শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের লক্ষ্য আলোচনা করে কতগুলো গ্রহণযোগ্য সাধারণ নীতি উদ্ভাবন করা হয় এবং এ নীতির নিরিখে বিশেষজ্ঞের মতামত থেকে সঠিক দিকটি বেছে নেওয়া হয়।

- **বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের উপায়**

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞের মতামত মৌখিক বা লিখিতভাবে কতকগুলো ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে এককভাবে এবং দলগতভাবে চারটি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

১) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

বিশেজ্ঞগণের নিকট থেকে শিক্ষাক্রম সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের সহজ উপায় সাক্ষাৎকার। এরূপ সাক্ষাৎকার মুক্ত বা বদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়। শিক্ষাক্রমের কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এরূপ সাক্ষাৎকার নিয়ে বিষয়ের গভীরে যাওয়া যায়। বদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে গৃহীত সাক্ষাৎকারের সুবিধা হল এই যে, একই বিষয়ে অনেক বিশেষজ্ঞের মতামত পাওয়া যায় এবং সমস্যা সমাধানের একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। মুক্ত প্রশ্নের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সমস্যার বহুদিক সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। বদ্ধ প্রশ্নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে তা করা যায় না। নিচে মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য বদ্ধ ও মুক্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হল:

২) বদ্ধ প্রশ্নের নমুনা

'শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করা'– কোনটি এই উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলুন–

- দেশকে জানা ও ভালবাসা
- জ্যামিতিক আকার রচনা
- শিল্পকলা চর্চা

'পারস্পরিক সমঝোতা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করা'– এর সাথে সম্পর্কযুক্ত যোগ্যতা কোনটি বলুন?

- নারী পুরুষ, ধনী-নির্ধন, পেশা ও জীবন ধারার বৈচিত্র্য নির্বিশেষে সকলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
- সকল ধর্মাবলম্বীর প্রতি সম্মান ও সহনশীলতা প্রকাশ করা।
- তথ্য সংগ্রহের সামর্থ্য অর্জন করা।
- সম্পদের অপচয় পরিহার করা।

৩) মুক্ত প্রশ্নের নমুনা

- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করার জন্য বিদ্যালয় কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে?
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমঝোতা ও সকলের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টিতে বিদ্যালয়ে কী কী কার্যক্রম আয়োজন করা আবশ্যক?

৪) শ্রবণ

শ্রবণ হচ্ছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের একটি অধিকতর আনুষ্ঠানিক কৌশল। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের কাজে নিযুক্ত দলনেতা বিভিন্ন লক্ষ্য দলের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা সভার আয়োজন করে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তিনি শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। প্রথমে ব্যক্তিগত মতামত গ্রহণ এবং পরে দলগতভাবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শিক্ষাসূচি মূল্যায়নে শ্রবণ একটি কৌশল যা বিশেষ উপযোগী বলে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। মূল্যায়নের প্রধান সমস্যাকে বিশেষজ্ঞগণের আলোচনার জন্য ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং সেগুলো আলোচনা সভা আয়োজনের পূর্বেই দলনেতা দলের সদস্যদের সহায়তায় নিরূপণ করে থাকেন।

প্রভাবকারী দল

শিক্ষাক্রম সংস্কার ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রভাব ও চাপ সৃষ্টি করে এমন দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাক্রম সংস্কার ও মূল্যায়নকারী সংস্থা এসব দলের প্রতিনিধিদের সাথে শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিয়মিত আলোচনা সভা করে ঐক্যমত্যে উপনীত হতে পারেন। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে প্রভাবকারী দলের নিকট থেকে শিক্ষা উন্নয়ন, পরিমার্জন, মূল্যায়ন ইত্যাদিতে সমর্থন লাভ করা হয়।

কর্তব্য কর্মে শিথিলতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়

শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকারী দলের যে কোন প্রকার ত্রুটি সংশোধনের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকে কর্তব্য কর্মে শিথিলতা থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও মূল্যায়নকারী দল যে সব লিখিত উপকরণ যেমন– উদ্দেশ্যের তালিকা, শিক্ষাসূচি, শিখন সামগ্রী, পাঠদান পদ্ধতি, শিক্ষা সহায়ক উপকরণ, মূল্যায়ন হাতিয়ার, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কার্যক্রম ইত্যাদি চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, শিক্ষক সংস্থা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শিক্ষা সম্প্রসারণ সংস্থা, শিক্ষা বোর্ড, বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক এসব সম্পর্কে গঠনমূলক সমালোচনা আহ্বান করা হয়। এই কৌশল শিক্ষাক্রম মূল্যায়নকারী সংস্থাকে এতদবিষয়ক সমালোচনা থেকে বহুলাংশে রক্ষা করে থাকে। গঠনমূলক সমালোচনা সম্পর্কে মতামত গ্রহণের জন্য অভিমত প্রদান ছক বা মতামত প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হয়। নিচে অভিমত প্রদান ছকের একটি নমুনা দেওয়া হল:

অভিমত প্রদান ছক

- আপনি কি কোন উদ্দেশ্যসমূহ সংযোজন করতে চান? হ্যাঁ/না (উত্তর হ্যাঁ হলে আপনার মনঃপুত উদ্দেশ্য উল্লেখ করুন:– ----------
  ----

- আপনি কি কোন উদ্দেশ্য বাদ দিতে চান? হ্যাঁ/না (উত্তর হ্যাঁ হলে নিচে এগুলোর ক্রমিক নম্বর লিখুন): ------
  ----

- আপনি কি কোন উদ্দেশ্য পরিমার্জন করতে চান? হ্যাঁ/না (উত্তর হ্যাঁ হলে সেটির ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক আপনি যেভাবে লিখতে চান তা নিচে লিখুন: ----------
  ----

লিখিত প্রশ্নোত্তরিকা

শিক্ষাক্রম উন্নয়নে ও মূল্যায়নে বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের সাধারণ উপায় হল লিখিত প্রশ্নোত্তরিকা। প্রশ্নোত্তরিকায় বিভিন্ন ধরনের বদ্ধ ও মুক্ত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শিক্ষাক্রম মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায় যে সব প্রশ্নোত্তরিকা ব্যবহৃত হয় তাদের দুই একটি করে নমুনা নিচে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হল:

উদ্দেশ্য মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরিকা

নির্ণায়ক / উদ্দেশ্য	শিক্ষার লক্ষ্যের সাথে		সুনির্দিষ্টভাবে		যথাযথ ও অর্জন		উচ্চতর শিক্ষা লাভ	
	সম্পর্কযুক্ত	সম্পর্কযুক্ত নয়	বিবৃত	বিবৃত নয়	যোগ্য	যোগ্য নয়	গুরুত্বপূর্ণ	গুরুত্বপূর্ণ নয়
দেশ প্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা								
শিক্ষার্থীকে বাঞ্ছিত সামাজিক আচরণ অর্জনে সহায়তা করা								

নিচের ছকের আলোকে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনার অভিমত টিক (√) চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করুন।

নির্ণায়ক / উদ্দেশ্য	জ্ঞান অর্জন	অনুসন্ধান সম্পর্কিত	প্রয়োগ সম্পর্কিত	প্রক্রিয়া সম্পর্কিত	দৃষ্টি সম্পর্কিত	দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত
নিজ পরিবেশকে জানতে ও বুঝতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।						
জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব বোঝা ও প্রয়োগ করা।						

শিক্ষাসূচি বা বিষয়বস্তু মূল্যায়ন

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য পুনর্লিখনের পরবর্তী কাজ হল পুনর্লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনে প্রচলিত শিক্ষাসূচি বা বিষয়বস্তু কতটুকু উপযোগী তা মূল্যায়ন করে দেখা।

বিষয়বস্তু মূল্যায়নের একটি সামগ্রিক রূপরেখা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হল:

নির্ণায়ক	মূল্যায়ন কার্যক্রমে সহায়তাকারী বিশেষজ্ঞের শ্রেণিবিভাগ	সম্ভাব্য মূল্যায়ন উপকরণ	কাঙ্ক্ষিত উত্তরের ধরন
১. উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা	▪ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ▪ বিষয় বিশেষজ্ঞ ▪ অভিজ্ঞ শিক্ষক	▪ বন্ধ প্রশ্নোত্তরিকা	হ্যাঁ/না ও প্রাসঙ্গিক লিখিত উত্তর
২. আপ-টু-ডেট নেস	▪ বিষয় বিশেষজ্ঞ	▪ প্রশ্নোত্তরিকা	হ্যাঁ/না মুক্ত উত্তর
৩. শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশের সাথে প্রাসঙ্গিকতা	▪ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী ▪ শিক্ষক প্রশিক্ষক ▪ অভিজ্ঞ শিক্ষক	▪ রেটিং স্কেল ▪ বিশ্লেষণ ছক	দুর্বলতা সম্পর্কে নির্দেশকা ও দূরীকরণের উপায়
৪. বিষয়বস্তুর ভারসাম্য	▪ বিষয় বিশেষজ্ঞ ▪ শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী ▪ শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ▪ অভিজ্ঞ শিক্ষক	▪ প্রশ্নোত্তরিকা ▪ জ্ঞান ▪ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন ▪ দক্ষতা ▪ যা শিক্ষার্থীর কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত	হ্যাঁ/না মন্তব্য পরামর্শ

বিষয়বস্তু মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরিকা

বিষয়বস্তু/বৈশিষ্ট্য	উত্তর	
	হ্যাঁ	না
১. উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক আছে কি?		
২. বিষয়বস্তুর যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা আছে কি?		
৩. বিষয়বস্তু যুক্তিসিদ্ধভাবে বিন্যস্ত কি?		
৪. শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্কতা, ঔৎসুক্য ইত্যাদির সাথে মনোবিজ্ঞানীর দিক থেকে প্রাসঙ্গিক কি না?		
৫. ভাষার বিশুদ্ধতা, উপযুক্ততা ও চিত্র যথার্থ কি না?		
৬. যথার্থতা পারস্পর্য রক্ষা করে শিখন কার্যাদি বিন্যাস করা হয়েছে কি না?		
৭. বিষয়বস্তুগুলো কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে কি?		
৮. বিষয়বস্তু সমকালীন জীবনের চাহিদা পূরণে যথার্থ কি না?		
৯. বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?		
১০. বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দদায়ক কি না?		

পাঠোত্তর মূল্যায়ন - ৮.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কার মতামত সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য?
   ক. মনোবিজ্ঞানী খ. বিষয় বিশেষজ্ঞ
   গ. শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ ঘ. মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

২. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কোন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামত অপরিহার্য হয়ে পড়ে?
   ক. শিক্ষকদের মতামত গ্রহণযোগ্য না হলে
   খ. শিক্ষার্থীদের চাহিদা নিরূপণ সম্ভব না হলে
   গ. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না হলে
   ঘ. মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হলে

৩. এখানে কোনটিকে দ্বিমুখী কৌশল বলা হয়েছে?
   ক. শ্রবণ খ. ডেলফি
   গ. সাক্ষাৎকার ঘ. মতামত দান

৪. কোনটি 'প্রভাবকারী' দল?
   ক. রাজনীতিকগণ
   খ. বিশেষজ্ঞগণ
   গ. শিক্ষকগণ
   ঘ. শিক্ষার্থীগণ

সঠিক উত্তরঃ ১. খ, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. ক।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কখন বিশেষজ্ঞগণের মতামত অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে?
২. শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য মূল্যায়নকারী কে কে হতে পারেন?
৩. শিক্ষাক্রম সমাজের চাহিদা পূরণ করছে কি না সে সম্বন্ধে কার মতামত গ্রহণ করা উচিত?
৪. শিক্ষাক্রম সংস্কারে প্রভাবকারী দল কী ভূমিকা রাখে?
৫. শ্রবণ ও সাক্ষাৎকার এর মধ্যে পার্থক্য কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষাক্রম পরিমার্জনে বিশেষজ্ঞ নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং তাদের কাছ থেকে মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করুন।
২. শিক্ষাক্রম মূল্যায়নে কী কী ধরনের অভিমত প্রদান ছক ব্যবহার করা যায় উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।